



ইভাস্টিতে টিকে থাকতে যোগ্যতাও
দরকার, বললেন সোহিনী

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা



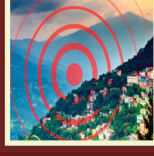
শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে ফিরলে কিছুই হবে
না' জানাল ডিবি

১৯ আশ্বিন ১৪৩৩। বুধবার ৭ অক্টোবর ২০২৬ ১ ম বর্ষ ৬০৩ সংখ্যা ১৮ পাতা

জেহাদি পাইলটদের নজরে
ভারতও! দিল্লিকে সতর্ক
করল ইজরায়েল, নিরাপত্তা
বাড়ছে দমদমেরও



এক দশকে চারশোর বেশি
ভূমিকম্প! বড়সড়
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত
দার্জিলিং পাহাড়ে?



যে কোনও জায়গায় নমাজ পড়া
যেতে পারে, মসজিদই
বাধ্যতামূলক নয়, হাই কোর্টে
দাবি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের



ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পুলিশ



নয়া জামানা ডেস্ক : ফের অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে
পুলিশ। বুধবার নোটিস হাতে অভিষেকের
বাড়িতে হাজির হন শেক্সপিয়র থানার
পুলিশ কর্মীরা। যদিও অভিষেক সেই সময়
বাড়িতে ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে।
জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে বিলবোর্ড খোলা
নিয়ে গন্ডগালের ঘটনায় পুলিশ ও
পুরকর্মীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে রুজু হয়
মামলা। সেই মামলা সংক্রান্ত নোটিস
হাতেই এদিন অভিষেকের কালীঘাটের
বাড়িতে আসেন শেক্সপিয়র থানার পুলিশ
কর্মীরা। অভিযোগপত্রে তৃণমূল সাংসদ
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন
আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর-সহ
একাধিক তৃণমূল নেতার নাম রয়েছে।
সেই মামলার নোটিস দিতেই বুধবার
অভিষেকের বাড়িতে গেল শেক্সপিয়র
থানার পুলিশ। যদিও জানা গিয়েছে, এদিন
নোটিস দিতে পারেননি পুলিশকর্মীরা।
কারণ অভিষেক বাড়িতে ছিলেন না।

উল্লেখ্য, ২৭ আগস্ট অভিষেক
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে
লাগানো বিলবোর্ড খোলা নিয়ে ধুন্ধুমার
পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই অফিসে থাকা
নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি
হয় একপ্রস্থ। অভিযোগ, অভিষেকের
অফিসে ঢুকতে গেলে কলার ধরে
পুলিশকে মারধর করা হয়। ধস্তাধস্তিতে
বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী সিঁড়িতে পড়ে
যান। পুরকর্মীদেরও বারবার বাধা দেওয়া
হয়। করা হয় মারধরও। কলকাতা
পুরসভার দাবি ওই বিলবোর্ডটি
'বেআইনি'। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও
বাধাই কাজে আসেনি। বিলবোর্ড খুলে
দেয় পুরসভা। পুলিশ ও পুরকর্মীদের বাধা
দেওয়ার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে
আটকও করা হয়েছে। তাঁদের কাজে বাধা
দেওয়ার অভিযোগে অভিষেক-সহ
একাধিক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে থানায়
অভিযোগ দায়ের করে কলকাতা পুরসভা।
সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন নোটিস
হাতে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে
পৌঁছায় পুলিশ।

এবার পাহাড় ভাঙল শিমলায়! পাথর-মাটির নিচে বহু গাড়ি, পরিত্রাহী চিৎকার

নয়া জামানা ডেস্ক : বর্ষার মরসুমে
হিমালয় পাহাড়ের সর্বত্রই বিপজ্জনক হয়ে
উঠছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া
ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ধল্লি-সঞ্জোলি
বাইপাসে যানজটে আটকে পর পর
দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গাড়ি। পাহাড়
ভেঙে নেমে আসে। গত ২৬ আগস্ট
নেপালে হড়পা বান ও ভূমিধসে মৃত্যু
হয়েছে ১৪৫৫ জনের। ওই ঘটনার পর
ভারতের একাধিক রাজ্যেও দেখা গিয়েছে
প্রকৃতির ভয়াল রূপ। এবার
হিমাচলপ্রদেশের শিমলায় ধল্লি-সঞ্জোলি
বাইপাসে প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ।

তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল
পাহাড়ের একাংশ। কিছু বোকার আগেই
বিরাটাকার একাধিক পাথর রাস্তায় নেমে
আসে। ব্যস্ত পথে তখন সারিবদ্ধ গাড়ি।
বেশ কয়েকটি গাড়ি শিলাখণ্ড ও পাহাড়
থেকে নেমে আসা মাটিতে নিচে চাপা
পড়ে। যদিও কপাল জোড়ে বেঁচে যান
গাড়ির ভিতরে থাকা লোকেরা। প্রকাশ্যে
এসেছে সেই ভয়ংকর ভিডিও বর্ষার
মরসুমে হিমালয় পাহাড়ের সর্বত্রই
বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। দেখা গিয়েছে,
ধল্লি-সঞ্জোলি বাইপাসে যানজটে আটকে
রয়েছে অসংখ্য গাড়ি।

গুজরাট-বিহার হয়ে বৃহস্পতিতে মালদহে শুভেন্দু!

বন্যাতদের আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির
২৫ বছর প্রশাসনিক জীবনের পূর্তি উপলক্ষে
বুধবার বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে গুজরাটে। সেই
অনুষ্ঠানে যোগ গুজরাট উড়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী
শুভেন্দু অধিকারী। আগামীকাল ঠাসা কর্মসূচি মুখ
্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। গুজরাট থেকে
বিহার। বিহার থেকে মালদহের মানিকচক।
সেখান থেকে ফিরবেন কলকাতা। বৃহস্পতিবার
মালদহের মানিকচকের ভূতনির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত
পরিবারগুলিকে অর্থসাহায্য থেকে একাধিক
সাহায্যের কথা ঘোষণা করার কথা তাঁর। পূজোর
উপহারও দেবেন বলে জানা যাচ্ছে। খতিয়ে
দেখবেন সার্বিক পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদির ২৫ বছর প্রশাসনিক জীবনের পূর্তি
উপলক্ষে বুধবার বিশেষ অনুষ্ঠান রয়েছে
গুজরাটে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাহাড়
সফর কাটছাট করে গুজরাট উড়ে গিয়েছেন
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামীকাল
বৃহস্পতিবার সকালে বিহারের পুর্ণিয়া যাওয়ার
কথা তাঁর। সেখান থেকে মালদহের মানিকচকে
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অর্থ সাহায্য
থেকে একাধিক সরকারি সাহায্যের ঘোষণা
করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কিছুদিন আগে
ভয়াবহ বন্যা দেখেছে মালদহের ভূতনি চরের



বাসিন্দা। ঘরবাড়ি হারিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়
নিয়েছেন তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে
পরিবারগুলিকে সাহায্যের ঘোষণা করার কথা
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। প্রশাসনিক সূত্রে
জানা গিয়েছে, বুধ রাতে মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট থেকে
ফিরে এলে আগামীকাল কলকাতা বিমানবন্দর
থেকে বিহারের পুর্ণিয়া বিমানবন্দরে যাবেন।
সেখানে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে
সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। পুর্ণিয়া থেকে
হেলিকপ্টারে করে মালদার মানিকচক যাওয়ার

কথা আবহাওয়া খারাপ থাকলে বিহারে পুর্ণিয়া
থেকেই মানিকচকের সরকারি সভার ভার্চুয়াল
উদ্বোধন করতে পারেন। অথবা সড়কপথে
যেতে পারেন মানিকচক। তারপর কলকাতা
ফিরবেন একই রুটে। তবে যদি আজ বুধবার
গুজরাট থেকে যান তাহলে, আগামীকাল
গুজরাট থেকেই সরাসরি পুর্ণিয়া যাবেন।
তারপর সেখান থেকে মানিকচক। মালদহ
প্রশাসনকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখার কথা বলা হয়েছে
বলে সূত্র মারফত খবর।

শুভেন্দু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে এবার 'মহাগুরু'

নয়া জামানা ডেস্ক : ছাফিদের বিধানসভা
নির্বাচনের আগে একের পর এক সভা করে
গিয়েছেন। সভার মাঝে তীব্র গরমে অসুস্থ
হয়ে পড়েছেন। তবু রাজনীতির ময়দান
ছাড়েননি। বর্তমানে বিজেপির কেন্দ্রীয়
সমিতির সদস্য তিনি। সেই 'মহাগুরু' মিঠুন
চক্রবর্তীকে এবার বিরাট দায়িত্ব দিলেন
শুভেন্দু অধিকারী। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে
এবার 'মহাগুরু'। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের
উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হল মিঠুন
চক্রবর্তীকে। এই পদ একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর
পদমর্যাদার সমান। ইতিমধ্যে নবাবের তরফে
এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া
হয়েছে। খুব শীঘ্রই নয়া পদে মিঠুন দায়িত্ব

নেবেন বলে নবাব সূত্রে জানা গিয়েছে।
বর্তমানে একটি কাজে আলিপুরদুয়ারে
রয়েছেন মহাগুরু। সেখান থেকেই নয়া এই
দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
অধিকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মিঠুন মুখ
্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। প্রশাসনিক সূত্রে
জানা গিয়েছে, বুধ রাতে মুখ্যমন্ত্রী গুজরাট থেকে
ফিরে এলে আগামীকাল কলকাতা বিমানবন্দর
থেকে বিহারের পুর্ণিয়া বিমানবন্দরে যাবেন।
সেখানে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে
সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। পুর্ণিয়া থেকে
হেলিকপ্টারে করে মালদার মানিকচক যাওয়ার

নবাবের তরফে একই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হল।
যেখানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপদেষ্টা
পদে মিঠুনকে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।
মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের সই থাকা
ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অবিলম্বে এই নিয়োগ
কার্যকর করা হচ্ছে। আর তা পরবর্তী নির্দেশ
না দেওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। এমনকী
'জনস্বার্থেই যে এই সিদ্ধান্ত তাও উল্লেখ করা
হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। বাংলার সিনে
দুনিয়ার সঙ্গে মিঠুনের সংযোগ দীর্ঘদিনের।
একের পর এক সেরা ছবি দর্শকদের উপহার
দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, উত্তমকুমারের
শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মিঠুন চক্রবর্তীর
পরামর্শ নেওয়া হয়।





৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬



নয়া জামানা

এআইয়ের যুগে সাংবাদিকতা

মানুষ কি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে ?

শামসুল তালুকদার



প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। বরং গত একশো থেকে দুশো বছরের সাংবাদিকতার ইতিহাস মূলত প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ারই ইতিহাস। হাতে লেখা সংবাদ থেকে টাইপরাইটার, টেলিগ্রাফ থেকে টেলিফোন, ছাপাখানা থেকে রেডিও ও টেলিভিশন, এরপর কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই সাংবাদিকতার প্রচলিত কাঠামোকে বদলে দিয়েছে। বদলেছে সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রকাশের মাধ্যম, সংবাদকর্মীর ভূমিকা এবং সবচেয়ে বড় কথা, পাঠকের আচরণ।

প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। বরং গত একশো থেকে দুশো বছরের সাংবাদিকতার ইতিহাস মূলত প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ারই ইতিহাস। হাতে লেখা সংবাদ থেকে টাইপরাইটার, টেলিগ্রাফ থেকে টেলিফোন, ছাপাখানা থেকে রেডিও ও টেলিভিশন, এরপর কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তনই সাংবাদিকতার প্রচলিত কাঠামোকে বদলে দিয়েছে। বদলেছে সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি, প্রকাশের মাধ্যম, সংবাদকর্মীর ভূমিকা এবং সবচেয়ে বড় কথা, পাঠকের আচরণ। প্রতিটি পরিবর্তনের সময়ই একটি প্রশ্ন সামনে এসেছে পুরোনো পদ্ধতির কী হবে? কিছু কাজ অবশ্যই কমেছে, কিছু পেশা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার নতুন ধরনের কাজ ও দক্ষতার জন্ম হয়েছে। সাংবাদিকতাও এর ব্যতিক্রম নয়। আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি আরও বড় একটি পরিবর্তনের সামনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর যুগে। এই পরিবর্তন আগের অনেক প্রযুক্তিগত বিপ্লবের তুলনায় গভীর, কারণ এবার প্রযুক্তি শুধু মানুষের কাজের গতি বাড়াচ্ছে না; এটি এমন কিছু কাজও করতে পারছে, যেগুলো একসময় কেবল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হতো। খবরের সারাংশ তৈরি করা, তথ্য বিশ্লেষণ, অনুবাদ,

ট্রান্সক্রিপশন, ডেটা বিশ্লেষণ, এমনকি প্রাথমিক সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির মতো কাজ এখন এ আই করতে পারে। ফলে সাংবাদিকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, একসময় কি সাংবাদিকের প্রয়োজনই থাকবে না? আমার বিশ্বাস, উত্তরটি এতটা সরল নয়। কারণ সাংবাদিকতা কেবল তথ্য লিখে প্রকাশ করার নাম নয়। সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো সত্য অনুসন্ধান, প্রশ্ন করা, প্রেক্ষাপট বোঝা, তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করা এবং ক্ষমতাবানকে জবাবদিহির মধ্যে রাখা। একটি এআই কয়েক সেকেন্ডে হাজার হাজার তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, কিন্তু কোন তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি বিভ্রান্তিকর, কোন ঘটনার পেছনে মানুষের কী অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং কোন প্রশ্নটি সমাজের সামনে তোলা দরকার, এসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানবিক বিচারবোধ এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বরং এআই সাংবাদিকতার কিছু পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ কমিয়ে একজন সাংবাদিককে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে। একজন সাংবাদিক যদি প্রযুক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না দেখে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে তাঁর কাজের মান ও পরিধি দুটোই বাড়তে পারে। তবে এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো প্রযুক্তি কতদূর যাবে? যেকোনো প্রযুক্তিই মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু প্রযুক্তি

তৈরি করার পর সেটি কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কতটা থাকবে এবং এর সামাজিক প্রভাব কী হবে; এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু প্রযুক্তিবিদদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে দায়িত্ববোধও থাকতে হবে। যারা এআই ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তি তৈরি করছেন, তাদের ভাবতে হবে উদ্ভাবনের সীমা কোথায়। একই সঙ্গে সরকার, নীতিনির্ধারক এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিশ্চিত করতে হবে যে প্রযুক্তির ব্যবহার যেন মানুষের অধিকার, গোপনীয়তা, কর্মসংস্থান, গণতন্ত্র এবং তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। এখানে নিয়ন্ত্রণ মানে প্রযুক্তিকে থামিয়ে দেওয়া নয় বরং সঠিক নিয়ম, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির মাধ্যমে প্রযুক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহারযোগ্য রাখা। ইতিহাস আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। শিল্পবিপ্লব মানুষের অনেক কাজ বদলে দিয়েছিল। কম্পিউটার অফিসের কাজের ধরন বদলে দিয়েছিল। ইন্টারনেট সাংবাদিকতার পুরোনো ব্যবসায়িক মডেলকে প্রায় আমূল পরিবর্তন করেছে। কিন্তু মানুষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়নি। মানুষ নতুন বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। এআই-এর ক্ষেত্রেও সম্ভবত একই ঘটনা ঘটবে। হয়তো আগামী দিনে একজন সাংবাদিককে আগের মতো একই ধরনের কাজ করতে হবে না।

হয়তো একটি সংবাদকে আগের তুলনায় কম মানুষ থাকবে, কিন্তু যারা থাকবে তাদের দক্ষতা, বিচারবোধ, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা এবং অনুসন্ধানী সক্ষমতার গুরুত্ব আরও বাড়বে। সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ হয়তো মানুষ বনাম এআই নয়; বরং মানুষ ও এআই-এর মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা। তবে এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি প্রযুক্তি নিজে নয়। ঝুঁকি হলো প্রযুক্তিকে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভুল তথ্য তৈরি, ডিপফেক, স্বয়ংক্রিয় প্রচারণা, পক্ষপাতদুষ্ট অ্যালগরিদম এবং মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ভবিষ্যতের সমাজের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বিশেষ করে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাই ভবিষ্যতের সাংবাদিককে শুধু লেখার দক্ষতা থাকলেই চলবে না; তাঁকে প্রযুক্তি বুঝতে হবে, ডেটা বুঝতে হবে এবং এআই গ্যারাণ্টিড তথ্যের সত্যতা যাচাই করার সক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে, পাঠকদেরও পরিবর্তন হতে হবে। দ্রুত তথ্য পাওয়া আর সঠিক তথ্য পাওয়া এক জিনিস নয়। এআই যত দ্রুত তথ্য তৈরি করবে, মানুষের দায়িত্ব তত বেশি হবে। তথ্য যাচাই করার তাই, এআই-এর যুগে মানবিক মূল্য কমবে এই ধারণাকে আমি ভবিষ্যতের একমাত্র সম্ভাব্য চিত্র হিসেবে

দেখি না। আমার কাছে এটি মানুষের জন্য আরেকটি অভিযোজনের অধ্যায়। মানুষের ইতিহাস আসলে পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনের ইতিহাস। প্রতিটি বড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ এনেছে। আমরা সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়েছি, কিছু হারিয়েছি, অনেক কিছু নতুন করে শিখেছি এবং শেষ পর্যন্ত নতুন বাস্তবতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি। এআই-ও তার ব্যতিক্রম হবে না। প্রশ্নটা তাই এআই মানুষকে প্রতিস্থাপন করবে কি না, শুধু এটুকু নয়। আসল প্রশ্ন হলো; মানুষ এআই-কে কীভাবে ব্যবহার করবে? প্রযুক্তি নির্মাতারা কতটা দায়িত্বশীল থাকবেন এবং সরকার ও নীতিনির্ধারকেরা কতটা সময়োপযোগী ও ন্যায়সংগত কাঠামো তৈরি করতে পারবেন? প্রযুক্তিকে ভয় পাওয়ার চেয়ে প্রযুক্তিকে বোঝা জরুরি। পরিবর্তনকে ঠেকানোর চেয়ে পরিবর্তনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা জরুরি। সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎও সম্ভবত সেখানেই। এআই হয়তো সংবাদ লিখবে। কিন্তু কোন সংবাদটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কোন প্রশ্নটি ক্ষমতার সামনে রাখা প্রয়োজন এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর নৈতিক সাহস সেটি এখনও মানুষেরই দায়িত্ব। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, মানবতার মূল্য নির্ধারণ করবে প্রযুক্তি নয়; মানুষ নিজেই।





৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

গঙ্গাপাড়ের গল্প

নয়া জামানা

হুমায়ুনকে আইনের পাঠ শেখালেন মুখ্যমন্ত্রী

মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে উপনির্বাচনের উত্তেজনার পারদ যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ই আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীরের গ্রেপ্তারির ঘটনায় নতুন মোড় নিল রাজ্য রাজনীতি। ভোটের দিন সকালে পুলিশি বচসা ও উত্তেজনার জেরে হুমায়ুন কবীরকে আটক এবং পরে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। এই পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামে নিজের ভোটদান সেরে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা হুমায়ুন কবীরের গ্রেপ্তারির বিষয়ে প্রশ্ন করলে শুভেন্দু অত্যন্ত স্পষ্ট ও কড়া ভাষায় বলেন, ‘আমি তো গুরুত্ব দিচ্ছি না। আপনারা কেন দিচ্ছেন? কেন উনি বুথের বাইরে যাচ্ছেন? আমিও আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিয়ম ভাঙতে পারি না। উনি কেন যাচ্ছেন?’ মঙ্গলবার সকাল থেকেই রেজিনগরে ভোটের শুরু থেকেই তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ ছিল, ভোর থেকেই তাঁর বাড়ি ঘিরে রেখে ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং শাসকদলের মদতে এলাকায় অব্যাহত ভোট লুট চলছে। অন্যদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি নিয়ম ভেঙে বুথ চত্বরে প্রবেশ করেন এবং পুলিশের সঙ্গে তীব্র ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনার পরেই তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই হাই-ডোন্টেজ গ্রেপ্তারির পর



রেজিনগরে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে পৌঁছেছে। নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার কনভয় ছেড়ে টোটোয় চেপে বুথে যান শুভেন্দু। আর পাঁচ জন পথচলতি মানুষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে করতে পৌঁছন ভোট দিতে। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, উপনির্বাচনে সাধারণত ভোটদানের উপস্থিতি কিছুটা কম হলেও বেলা গড়াতাই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে গিয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত ভোটদানের হার ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ স্পর্শ করবে এবং রেকর্ড মার্জিনে বিজেপি জয়ী হবে। নন্দীগ্রামের সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২০১৬ সালে এই মাটি থেকেই ৮২ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলাম। আমার বিশ্বাস, এ বার সেই রেকর্ডও ভেঙে যাবে। আইনি নিয়ম মেনে একসঙ্গে দুটি বিধানসভা

কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয় বলেই ভবানীপুর কেন্দ্রটি রেখেছি। কিন্তু নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার; কালের নিয়মে সবাইকে চলে যেতে হয়, তবে আমৃত্যু আমার নাম এই নন্দনায়কবাড়ের ভোটের তালিকাতেই থাকবে।’ স্থানীয় বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী হলেও তাঁর আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ বা জীবনযাত্রায় সামান্যতম পরিবর্তন আসেনি। পূর্ববর্তী বছরগুলির মতোই আসন্ন জগদ্ধাত্রী পূজোতেও তিনি নন্দীগ্রামেই আসবেন। নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ পালনের বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু জানান, ভোটের দিন রাজ্য প্রশাসনের নয়, শেষ কথা বলবে কেবল নির্বাচন কমিশনের আইন। তিনি বলেন, ‘আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি বাড়তি কোনও সুবিধা নিইনি। নিয়ম অনুযায়ী ভোট দিয়ে নিজের বুথ এলাকার অস্থায়ী অফিসেই সময় কাটাচ্ছি।

গ্রেপ্তার হতে পারেন ইন্দ্রনীল! রক্ষাকবচ চেয়ে হাই কোর্টে

ইউনেক্সের হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত দুর্গাপুজোর পাস নিয়ে দেদার দুর্নীতি! সেই মামলায় গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁর আইনজীবী। বিচারপতি সেনগুপ্ত অসুস্থ হওয়ার কারণে বর্তমানে সেই মামলা শুনছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি ঘোষ বলেন, তৎকালীন সরকারের আমলে ইন্দ্রনীল সেন মন্ত্রী ছিলেন, তাই প্রভাব খাটানো তাঁর কাছে কোন কঠিন বিষয় নয়। ইউনেক্সের নাম ভাঙিয়ে পুজোর প্রিভিউশোর টিকিট বিক্রি মামলা রাজ্যকে ফ্লো চার্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতির। আদালতে ইন্দ্রনীলের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল পুজো প্রোমোটিংয়ের কাজ করেছেন। সে সময় তাঁর কাজ নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেলের প্রশ্ন, ত্রাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় নাকি? ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী বলেন, তাকে টিকিটের দাম নিয়ে আবেদন করে নি। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, ত্রিপ্রিভিউ শো-এর নামে পাশ বিক্রি করা যায়? ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবী বলেন, তত্বেও সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রিভিউ টিকিট ফ্রি ছিল। কেউ প্রতারণার অভিযোগ করতে পারবে না। এই বছরও তো প্রিভিউ শো হচ্ছে। ২০১৪-১৬ পর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার আগেও অনেক কাজ করেছে মাস আর্ট। টেন্ডার নিয়েছে।



৪০টি টেন্ডার নেওয়া হয়েছিল। এখন টেন্ডার নিয়েও অভিযোগ করা হচ্ছে। নীতিন গডকরির সন্তানও একজন ব্যবসায়ী। এই মর্মে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, প্রতি পাসে ১৭ হাজার থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে মানি ফ্লো-এর অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত তো বন্ধ করা যায় না। আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা সরাসরি গিয়েছে? ইন্দ্রনীল সেনের আইনজীবীর দাবি, ইডি ১৯টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে কিছু পায়নি। বিচারপতির প্রশ্ন, তিনি কি বাড়তি কোন সুবিধা পায়নি? রাজ্যের মন্ত্রী যে টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রভাব খাটায়নি তা নিশ্চিত করবে কীভাবে আদালত? ইন্দ্রনীলের আইনজীবী বলেন, তাঁর মক্কেলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও বেআইনি টাকা নেই। ইডি এক টাকাও উদ্ধার করতে পারেনি। এই মামলায় দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখের পর, ৭ অক্টোবর ব্যাঙ্ক লেনদেনের নথিপত্র নিয়ে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ সল্টলেকের ইডি দপ্তরে পৌঁছে যান

তিনি। ইডির দাবি, বেশ কিছু কাগজে নথি ও বৈদ্যুতিন নথি দেখিয়ে ইন্দ্রনীলকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলেও তাঁর বক্তব্যে বহু অসঙ্গতি ছিল। প্রথমদিন জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি ইডিকে সহযোগিতা করেননি। সেই কারণেই ফের তাঁকে বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে তলব করা হয়েছে। ইন্দ্রনীলের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় বৌবাজার থানায়। উল্লেখ্য, ইউনেক্সের নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’র পাস বিক্রি করে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তে নেমে ইডি এর আগে ইন্দ্রনীল সেনের বাড়ি, অফিস-সহ প্রায় ১৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল। সরকারি টেন্ডারের নিয়ম ভেঙে প্রায় ৮৫ কোটি টাকা ইন্দ্রনীল তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সংস্থাকে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। ইন্দ্রনীলের মালিকানাধীন সংস্থা ‘অক্টেভ রেকর্ডস’-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩.৮ কোটি টাকারও বেশি নগদ জমা পড়েছিল। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে ৩০ লক্ষ টাকা পাঠানো হয় বলে ইডি দাবি করে।

শমীকের নিশানায় হুমায়ুন

আরও আগেই গ্রেফতার করা উচিত ছিল

রেজিনগর উপনির্বাচনের দিন হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, পুলিশের সঙ্গে বিবাদ এবং ভোটের পরিবেশ উত্তপ্ত করার অভিযোগ ওঠার পরে নয়, আরও আগেই হুমায়ুনকে গ্রেফতার করা উচিত ছিল। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই মন্তব্য করেন তিনি। শমীক বলেন, ‘হুমায়ুন কবীরকে আরও আগে গ্রেফতার করা উচিত ছিল। পুলিশ দেরি করেছে।’ তাঁর বক্তব্য, ভোটের সময়ে কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করতেই হবে। ‘কোনও সরকারই অশান্তি চায় না। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের

পাশাপাশি পুলিশেরও দায়িত্ব। কেউ যদি সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেন, প্রশাসন নিজের নিয়মেই ব্যবস্থা নেবে,’ বলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে ভোট দেওয়ার পর রেজিনগরের নিজের দলের দফতরে গিয়েছিলেন হুমায়ুন। সেখানে পুলিশের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয়। পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। হুমায়ুনের অভিযোগ ছিল, ভোটের কাজে পুলিশ একপেশে ভূমিকা নিচ্ছে। অন্য দিকে পুলিশের বক্তব্য, তিনি ভোটের দিন এমন ভাবে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন, যা নিয়ে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই ঘটনাকে সামনে রেখেই হুমায়ুনের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও আক্রমণ করেন শমীক। তাঁর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি এবং উস্কানিমূলক

বক্তব্যের কারণেই হুমায়ুনের জনভিত্তি কমেছে। ‘হুমায়ুন কবীরকে বাংলার মানুষ চিনে গিয়েছেন,’ বলেন তিনি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন তৈরি এবং ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে আঘাত করার অভিযোগও তোলেন বিজেপি সভাপতি। হুমায়ুনের অতীতের ‘মুগুর’ মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করেন শমীক। বলেন, ‘ওঁর এখনই হেলমেট পরে নেওয়া উচিত। কারণ, বাইরে বেরোলে ক্ষুদ্র মানুষই ওঁর মাথায় বাড়ি মারবে।’ তাঁর দাবি, ভোটের মধ্যে এই ধরনের মন্তব্য করে উত্তেজনা বাড়ানো উচিত নয়। এ দিন ‘ইন্ডি’ জোট নিয়েও বিরোধীদের আক্রমণ করেন শমীক। তাঁর দাবি, লোকসভা ভোটের সময় একসঙ্গে এলেও বাস্তবে ওই জোটের কোনও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই। যেখানে

যেখানে ভোট হচ্ছে, সেখানেই মানুষ ওই জোটকে প্রত্যাখ্যান করছেন বলেও দাবি করেন তিনি। সিপিএমের কৃষক সভার কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর কটাক্ষ, ‘গত ১৫ বছর কোথায় ছিল এই কৃষক সভা?’ কৃষকদের সমস্যা নিয়ে এত দিন বামেদের দেখা যায়নি, এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর পরে তারা সক্রিয় হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আগামী দিনে বামেদের রাজনৈতিক উপস্থিতি আরও কমবে বলেও দাবি করেন শমীক।



সম্পাদকীয়

৭ অক্টোবর ২০২৬ ১১ বুধবার

উত্তপ্ত ফ্রাস...

ফ্রাসে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ৬ অক্টোবর তা কার্যত জাতীয় বিক্ষোভের চেহারা নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্কুল বন্ধ, রাস্তা অবরোধ এবং পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছাত্র আন্দোলনগুলির একটির সাক্ষী হচ্ছে ফ্রাস। এই আন্দোলনের মূল অভিযোগ, দেশের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষ উপচে পড়ছে পড়ুয়ায়, বহু স্কুলের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ কমছে। ৬ অক্টোবরের বিক্ষোভে শুধু পড়ুয়ারাই নয়, শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরাও পাথে নামেন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে ২ লক্ষ ৬৬ হাজারের বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। শুধু প্যারিসেই সংখ্যাটা প্রায় ৫৬ হাজার। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আরও বেশি। মাসেই, স্ট্রাসবুর্গ-সহ একাধিক শহরেও বড় জমায়েত হয়। কয়েকশো স্কুলে তাল্লা খোলানো হয় বা স্কুলের প্রবেশপথ অবরোধ করে দেন পড়ুয়ারা। এই আন্দোলনের শুরু অবশ্য এত বড় আকারে হয়নি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্যারিসের উত্তরের দরিদ্র শহরতলির একটি স্কুলে শিক্ষক ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে একে একে আরও স্কুলের পড়ুয়ারা সেই আন্দোলনে যোগ দেন। মূলত প্যারিসের তুলনামূলক দরিদ্র শহরতলির স্কুলগুলি থেকেই আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। সেখানকার পড়ুয়াদের অভিযোগ ছিল, ধনী এলাকার স্কুলগুলির তুলনায় তাঁদের স্কুলে পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাব অনেক বেশি। একজন ১৭ বছরের পড়ুয়া সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁদের স্কুলে এমনও হয়েছে যে ফরাসি ভাষার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয়েছে পর্যাণ্ড শিক্ষক ছাড়াই। অন্য পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, কোনো কোনো শ্রেণিতে ৪০ জন পর্যন্ত পড়ুয়া রয়েছে। কোথাও ছাদ থেকে জল পড়ছে, কোথাও দেওয়াল ও ভবনের অবস্থা খারাপ, আবার কোথাও শিক্ষক না থাকায় নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না। শুধু শিক্ষক বা স্কুলের পরিকাঠামোর সমস্যা নয়, শিক্ষার্থীদের অভিযোগের তালিকা আরও দীর্ঘ। অত্যধিক দীর্ঘ স্কুলের সময়, গরমে শ্রেণিকক্ষে বসার সমস্যা, কর্মীদের ঘাটতি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জটিল ব্যবস্থা এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য আর্থিক সহায়তা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে। মে ও জুন মাসের তীব্র গরমের সময় বহু স্কুলে শ্রেণিকক্ষের তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে পড়াশোনা ও পরীক্ষা দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ফ্রান্সের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ঘাটতির বিষয়টিও নতুন নয়। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে প্রায় ১০ শতাংশ শিক্ষকতার সময় কার্যত পড়ানো হয়নি বলে বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে। এর একটি বড় কারণ ছিল অনুপস্থিত শিক্ষকদের জায়গায় বিকল্প শিক্ষক না পাওয়া। একই সময়ে ২০০৮ সালের তুলনায় মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক কমেছে, অথচ পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ। সরকারি স্কুলের প্রায় ৭০ শতাংশ শ্রেণিকক্ষে ৩০ জনের বেশি পড়ুয়া রয়েছে বলে সিএনএন-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পড়ুয়াদের বক্তব্য, স্কুলে গিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে পড়াশোনা করার অধিকারটুকুই তাঁরা চাইছেন। আন্দোলনকারীদের অনেকেই বলছেন, সরকার তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ তৈরির জন্য যে স্কুল ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেটিই আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে। বেশ কিছু জায়গায় আগুন লাগানো, ব্যারিকেড তৈরি এবং পুলিশের দিকে আতশবাজি ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে। সরকার এই ঘটনাগুলিকে ‘শহুরে হিংসা’ বলে সমালোচনা করেছে। কিন্তু পড়ুয়া এবং তাদের সমর্থকদের অভিযোগ, পুলিশ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শক্তি প্রয়োগ করেছে। এই সংঘর্ষে বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

রূপকথার মৃত্যু ভাগ্যে ছিল না

রবীন্দ্রনাথের বাইশে শ্রাবণ ও কাদম্বরী-স্মৃতির আত্মহননপ্রবণতা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কি চেয়েছিলেন এমন বাইশে শ্রাবণ? প্রতি বছর বাইশে শ্রাবণ এই প্রশ্নটা আমার সংশয়ে বিলিয়ে ওঠে! ১৯৪১-এর শ্রাবণ। দীর্ঘ রোগভোগের পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সেই বাড়ির বারান্দায় তোলা উনুনের মতো তোলা হাসপাতাল খাটিয়ে বিশ্ববিখ্যাত এই বাঙালির শরীরে এক ব্যর্থ সার্জারি। সেই অপারেশনের লজ্জা এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে তিনি ক্রমশ চৈতন্য হারাচ্ছেন। দিনরাত তাঁর হেঁচকি উঠছে। তাঁর বয়স আশি। হেঁচকির অসহনীয় কষ্ট থামাতে তাঁকে জোর করে খাওয়ানো হচ্ছে আগুন পোড়ানো ময়ূরপুচ্ছ। বাইশে শ্রাবণের দুপুর বারোটা দশ-এ রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যহীন অবসান। তার পর উন্মত্ত অশালীন দিশাহারা জনশ্রোতে তাঁর ভেসে যাওয়া। যে কবি মরণকে বলে ছিলেন তুঁহ মম শ্যামসমান, তিনি কি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতেন এমন সমাপ্তি? প্রতিবছর বাইশে শ্রাবণ আমার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি মৃত্যুদিন ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর। সে দিন বাইশ বছরের রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর চকিশ বছরের নতুন বৌঠান কাদম্বরীর সঙ্গে ডেসপার্টেট প্রেমে জড়িয়ে আছেন, বিয়ে করতে বাধ্য হলেন তাঁদের বাড়ির বাজার সরকারের ন'বছরের মেয়ে ভবতারিণীকে, পরে যাঁর পাতে দেওয়ার মতো নাম হলো মুগালিনী। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চার মাসের মধ্যে সুইসাইড করলেন তাঁর বৌদি কাদম্বরী, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। ১৮৮৬-র ২৫ অক্টোবর। মুগালিনী বারোয় পা। বারো বছরের বউকে তাঁদের প্রথম সন্তান মাধুরীলতার মা করলেন পঁচিশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮৮-র ২৭ ডিসেম্বর। আবার মা হলেন মুগালিনী। এবার এলেন রবীন্দ্র-মুগালিনীর প্রথম পুত্রসন্তান রথীন্দ্রনাথ। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৬ দশ বছরের মধ্যে পাঁচ ছেলেমেয়ের বাবা-মা হলেন এই ঠাকুর দম্পতি। তবে অ্যাভারাজ বাঙালির মতো রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন চটচটে সাংসারিকতায় আটকে যাননি। অনেকটা তাঁর বাবামশায় দেবেন্দ্রনাথের মতো তিনি। দেবেন্দ্র তো প্রায় সর্বদাই ব্রহ্মসাধনায় নিমগ্ন হিমালয়ে। বছরে হয়তো দু'-একবার তাঁর মতের আগমন ঘটে। এবং এই ভাবে তিনি পনেরো সন্তানের জনক। রবীন্দ্রনাথ যেন আরও দূরের, ও উদাসীন। তবে তিনি নিজেই এক গানে লিখে গেছেন এই মারাত্মক উক্তি 'তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না। সত্য হোক কিংবা লোক দেখানো হোক এই উদাসীন, রবীন্দ্রনাথ যে দশ বছরে পাঁচ সন্তানের জন্ম দিলেন, সেই দশ বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন জোড়াসাঁকোর জমজমাট

সংসার ছেড়ে পদ্মার পারে, প্রায় একটানা নির্জন স্বনির্বাসনে! ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও প্রাত্যহিক পরিবহ তাঁর কাছে তখন এতটাই অসহনীয়। তিনি নিজেই কিন্তু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বেছে নিয়েছিলেন এক ফ্রয়েডীয় স্বপীড়ন। ন'বছরের স্ত্রীর সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন সেই ঘরের সামনে, যে ঘরে কাদম্বরী আত্মহত্যা করেন। এবং, যে ঘরের দরজা কোনও দিন খোলা হতো না। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ এই ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন; তাঁর নতুন বৌদির অনুচ্চারিত বেদনা ও দহন এই ঘরের মধ্যে চিরবন্দি হয়ে আছে। 'রুদ্ধ গৃহ' নামের এক অসামান্য প্রবন্ধে লিখ লেন রবীন্দ্রনাথ 'যেদিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে।' অন্ধকারের নতুন-পুরাতনের ভাবনা বিশ্বসাহিত্যে আর এই ভাবে আছে কি না, আমার জানা নেই। কিন্তু এই ঘরের দরজা রবীন্দ্রনাথই একদিন ভেঙে খুলে দিলেন। আর অমনি বৌদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওপর যেন প্রথম এসে পড়ল রোদ্দু আর মুক্ত বাতাস। এবং, এইখানেই শেষ হলো তাঁর জীবনে জোড়াসাঁকোর পর্ব। যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর নতুন বৌঠান পুরাতন অন্ধকার থেকে নতুন আলোর কসমিক মুক্তিতে শান্ত্যিত হলো, সেই বাড়িতে নিজের সংসারের টানে ছাপোষা বাঙালির মতো আটকে পড়লেন না রবীন্দ্রনাথ। 'তোমার নামের মানে জানো তো নতুন বৌঠান? কাদম্বরী মানে মদ। আমার এই নেশা কোনও দিন কমবে না।' মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের এই কথা শোনার পরে নতুন বৌদির সেই আশ্চর্য আঁখিপাত দশ বছর ধরে পদ্মানদী আর নতুন বৌদিদি একাকার হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য, অবচেতনের স্তরে স্তরে। পদ্মার টান তাই রবীন্দ্রনাথকে কত সহজে উপড়ে নিয়ে এলো ভরা সংসারের সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে। কেমন এই নতুন নেশার বিপজ্জনক ডাক? রবীন্দ্রনাথ নিজে জানাচ্ছেন আমাদের চেনা সব আটপোরেমি হেলায় উড়িয়ে দিয়ে 'জলের স্রোত বিদ্যুতের মত বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িরা লোগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে। পাছে (এই টান) ডান্ডার উপর বোটটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। এদিকে ছু করে বাদলার বাতাস দিচ্ছে। ঘন মেঘ করে রয়েছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। এক একবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডেঙ্গায় ঠেকে মড়মড় শব্দে

একেকবারে কাত হবার উপক্রম করছে। এমনিতর গেল গেল শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম।' যে স্রোত এবং বেসামাল টানের বর্ণনাটা দিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার রেখায় রেখায় কী অনবদ্য নৈপুণ্যে তিনি ফুটিয়ে তুললেন অবৈধ প্রেম আর পরকীয়ার সমস্ত ঝুঁকি, টেনশন, উদ্বেগ ও আকর্ষণ! কাদম্বরীকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে, এবং পদ্মার মধ্যে এই নারীর উন্মাদনা ও আকর্ষণ খুঁজে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন এই রিস্ক নিয়ে পৌঁচে থাকার নেশায় পড়েছিলেন। এবং এ কথা তিনি জানতেন, যে কোনও দিন তিনি দুর্ঘটনায় মরতে পারেন। আর কোনও বাঙালি বাউন্ডুলকে আমি জানি না, যিনি তাঁর যৌবনের দশটা বছর কলকাতার বাড়ি ও সংসারের সব আরাম, নিশ্চয়তা, মায়া-মমতা খড়কুটোর মতো ত্যাগ করে এমন জীবনমরণ রিস্ক নিয়ে দুরন্ত নদীযাপন করেছেন। কলকাতার জন্যেও রবীন্দ্রনাথের তেমন কোনও মমতা নেই। তিনি কলকাতায় জন্মেছেন। কলকাতায় বড় হয়েছেন। কলকাতায় শেষও হয়েছে তাঁর জীবন। কিন্তু কলকাতাকে ভালবাসেননি। কলকাতার মানুষের প্রতি তাঁর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেও তো মনে হয় না। বরং কলকাতার কথা মনে এলে তাঁর মধ্যে ঘৃণার ভাব দেখা দেয়। কলকাতার বিষয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্য স্মরণ করছি 'কলকাতার নানান কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রিরি করছে।' কত আঘাতের অভিমান, কত অবিরল অপমান, কত চাপা বেদনা ওই রিরি শব্দটার মধ্যে পুরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ! অনেক বিখ্যাত বাঙালি কবি-সাহিত্যিক কলকাতায় না জন্মেও পড়িমড়ি করে কলকাতার হতে চেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কলকাতার প্রাসাদে জন্মেও অনেক বেশি পদ্মাচরের এবং বীরভূমের শান্তিনিকেতনের! গঙ্গার কোলে জন্মেও তিনি পদ্মাকে বেশি ভালোবাসলেন। কিন্তু গঙ্গাকে উপেক্ষা করলেন না। গঙ্গাকে করে তুললেন রোম্যান্টিক প্রেমিক, তাঁর সঙ্গে নতুন বৌঠানের প্রণোদিত প্রণয়ের। কেমন সেই রোম্যান্টিক প্রেম্ফাপট, যার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আজকের কলকাতায়? কিন্তু সেই পরম প্রেমিকের ছবি আজও জ্যাস্ত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কথার ক্যামেরায়। ১৮৮১ সাল। প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ। উৎসর্গ পত্রে লেখা

এক রোম্যান্টিক সংকেত 'শ্রীমতি হে-কে'। একমাত্র কাদম্বরী জানেন, তিনিই রবির চুপিচুপি 'হে'! অর্থাৎ 'হে-কে'টি। রবি তো তাকে গোপনে হেকেটি বৌঠান নামেই ডাকে। রবি বলেছে, হেকেটি তো পাতালের গ্রিক দেবী। সে থাকে অন্ধকার গোপনে। তোমার-আমার সম্পর্কের মতো অন্ধকারে। ঠাকুরবাড়ি কেঁপে উঠল এই উৎসর্গের ইস্তিতে। এই ঘটনার ক'দিনের মধ্যে চন্দ্রনগরে গঙ্গাতীরের বাগানবাড়িতে শুরু রবির সঙ্গে তাঁর প্রিয় বৌদির প্রবল প্রণয়পর্ব। এবার রবীন্দ্রনাথের নিজের বর্ণনায় 'গঙ্গা সাঁতরে তখন এপার ওপার হতাম। নতুন বৌঠান দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। কত বেড়িয়েছি নতুন বৌঠান আর আমি বনে জঙ্গলে, কত কুল পেড়ে খেয়েছি। এ ভরা বাদর মাহ' ভাদর শূন্য মন্দির মোর, বিদ্যাপতির এই গানে এখানেই সুর দিই। সুর দিয়েই নতুন বৌঠানকে শোনাতুম। খুব ভালোবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমাকে খুব ভালোবাসতেন।' গঙ্গার তীরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে নতুন বৌদির সঙ্গে রোমান্স রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এল একটি অন্য ভাবে 'আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা সূর্যাস্তের সময়ে আমরা নৌকা লহিয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, আমি গান গাহিতাম। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপর বিছানা করিয়া বসিতাম, তখন জলে স্থলে শুভ শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো বিকিরিত করিতেছে। এক একদিন সেই গঙ্গাতীরে বাগানবাড়িতে রান্নার আয়োজন বকুলগাছতলায়। সেই রান্নায় মশলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুই জনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকা? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে। সেই জানলার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখি যা আমার চোখে জল আসে। সেই তো যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সেই অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল।' সৌঃ দৈনিক আজাদি।





৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

পুজোর আগে বোনাস পরিশোধের দাবিতে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ পুজো একেবারে সামনে। চারদিকে বাজারে কেনাকাটার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে এখনও বোনাসের টাকা না আসায় ক্ষোভ বাড়ছে। এক দফায় ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে মঙ্গলবার মঙ্গলকাটা টি এস্টেটের শ্রমিকরা গেট মিটিং করে বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের দাবি জানান। শ্রমিকদের সাফ কথা, কিস্তিতে নয়, পুরো ২০ শতাংশ বোনাস একবারেই দিতে হবে। দাবি না মানলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ঘোঁসারিও দিয়েছেন তাঁরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরও বোনাস নিয়ে তাঁদের অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয়। এবারও তিন কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বলে অভিযোগ শ্রমিকদের। আর তাতেই ক্ষোভ আরও বেড়েছে। তাঁদের বক্তব্য, সরকারিভাবে ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং এই অক্টোবরের মধ্যে বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা জানানো হলেও ৬ অক্টোবর হয়ে গেলেও তাঁরা এখনও টাকা হাতে পাননি। মঙ্গলকাটা টি এস্টেটের শ্রমিক রোহিত বলেন, তাঁদের বাগানে প্রায় ১১০০ জন শ্রমিক রয়েছেন। শ্রমিকরা নিয়মিত কাজ করছেন এবং বাগানও ভালো চলছে। তাঁর দাবি, শ্রমিকরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে পাতা তুলছেন। কিন্তু বোনাস দেওয়ার সময় কিস্তির কথা বলা হচ্ছে। রোহিতের কথায়, আমরা



২০ শতাংশ বোনাস চাই। একবারেই চাই। তিন ভাগ করে বোনাস দিলে আমরা মানব না। তাঁর অভিযোগ, বোনাস ছাড়াও শ্রমিকদের আরও কিছু পাওনা রয়েছে। তবে পুজোর আগে বোনাসের টাকা পাওয়াটাই এখন তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয়। মহিলা শ্রমিক মঞ্জু গুঁরাও জানান, তাঁদের মূল দাবি ২০ শতাংশ বোনাস এবং সেই টাকা একবারেই দিতে হবে। তাঁর কথায়, গতবারও দুই কিস্তিতে টাকা দেওয়া হয়েছিল। এবার আবার কিস্তিতে টাকা দেওয়ার কথা বলা হলে শ্রমিকরা তা মানবেন না। পুজোর আগে হাতে টাকা না থাকলে বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড় কেনা থেকে শুরু করে সংসারের নানা খরচ চালাতে সমস্যায় পড়তে হবে বলেও জানান তিনি। মঞ্জুর কথায়, আমরা একবারেই ২০ শতাংশ বোনাস চাই। না দিলে আন্দোলন করব। শ্রমিকদের বক্তব্য, এ বছর তাঁরা বাগানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। মেশিন দিয়ে, কাঁচি দিয়ে এবং হাত দিয়েও পাতা তোলার কাজ হয়েছে। অনেক মহিলা শ্রমিক কয়েকশো কেজি পর্যন্ত পাতা

তুলেছেন বলেও তাঁরা জানান। শ্রমিকদের কথায়, বাগান ভালো চলুক, আমরাও চাই। আমরা কাজ করছি, পাতা তুলে দিচ্ছি। কিন্তু বোনাসের সময় আমাদের টাকা কিস্তিতে কেন দেওয়া হবে? তাঁদের আরও অভিযোগ, বোনাস ছাড়াও চাল, ছুটি এবং অন্যান্য কিছু পাওনা রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে সবথেকে আগে বোনাসের টাকা মেটানোর দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। পুজো সামনে থাকায় বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে চাপ আরও বেড়েছে। শ্রমিকদের বক্তব্য, সারা বছর কাজ করার পর পুজোর সময় হাতে কিছু বাড়তি টাকা পাওয়ার আশায় থাকেন তাঁরা। সেই টাকা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড়, পুজোর বাজার এবং সংসারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো হয়। এখন দেখার বিষয়, শ্রমিকদের এই দাবি নিয়ে মঙ্গলকাটা টি এস্টেট কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়। পুজোর আগে দ্রুত বোনাসের টাকা মিটিয়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে। আর দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে মঙ্গলকাটা টি এস্টেট শ্রমিক আন্দোলন আরও জোরদার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মালদহ জেলা পরিষদ বিজেপির দখলে, নেপথ্যে তৃণমূলের সমর্থন

টিনা প্রামাণিক, মালদাঃ পূর্ব মেদিনীপুর ও নদীয়ার পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে এবার মালদহ জেলা পরিষদও দখলে নিল বিজেপি। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন সদস্যের সরাসরি সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে নতুন বোর্ড গঠন করে বিজেপি। বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে বিজেপির দীপালি বাল্লা সভাপতি এবং তৃণমূলের লিপিকা ঘোষ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ৪৩ আসনের মালদহ জেলা পরিষদে বোর্ড গড়ার জন্য প্রয়োজন ছিল ২২ জন সদস্যের সমর্থন। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর খুব সহজেই সেই ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়ে ফেলে পদ্ম শিবির। তবে তৃণমূল কেন বিজেপির হাত ধরে বোর্ড গড়ল, তা নিয়ে দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনও বক্তব্য মেলেনি। বিজেপির দাবি, এলাকার সাধারণ মানুষ তৃণমূলের ওপর বিরক্ত হয়েই বিকল্প হিসেবে বিজেপিকে বেছে



নিচ্ছেন। অন্যদিকে, বিরোধী সিপিএম ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছে, যারা দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছে, তারাই আবার জেলা স্তরে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কীভাবে রাজনীতি করছে। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাত থেকেই এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জেলা পরিষদের ৩ জন সদস্য তাঁদের সমর্থন করার কথা

দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদহের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী ও প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নুর ওই সদস্যদের নিয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু মালদহ স্টেশনে পুলিশ ওই তিন সদস্যকে আটক করে। এ নিয়ে স্টেশন চত্বরে কংগ্রেস সাংসদের সঙ্গে পুলিশের বাকবিতণ্ডাও হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, দলীয় সদস্যদের অন্যায়াভাবে আটক রেখে ভয় দেখিয়ে সম্পূর্ণ জোর জবরদস্তি করে এই বোর্ড গঠন করেছে বিজেপি।

সাগরদিঘি থেকে উদ্ধার মৃত কচ্ছপ

নয়া জামানা, কোচবিহার : সাগরদিঘির জলে ফের এক কচ্ছপের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহার শহরজুড়ে। মঙ্গলবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে আসা স্থানীয় মানুষের চোখে পড়ে, দিঘির জলে একটি মৃত কচ্ছপ ভেসে রয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী



সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরাই উদ্যোগী

হয়ে মৃত কচ্ছপটিকে দিঘি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এই ঘটনার পর থেকে জনমানসে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। কচ্ছপ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং দিঘির বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় প্রশাসনকে আরও অনেক বেশি কঠোর ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ করার জোরালো দাবি তুলেছেন কোচবিহারের বাসিন্দারা।

এবিভিপি-এসএফআই সংঘর্ষে উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জ : মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্র সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত হলেন অন্তত তিনজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ক্লাস চলাকালীন দর্শন বিভাগের ছাত্র জাহাঙ্গীর আলমকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় এবং তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীব্র এবিভিপি-র দিকে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জড়ো হন এসএফআই সমর্থকরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান এবং নিখেঁজ ছাত্রের খোঁজে বিভিন্ন বিভাগে তল্লাশি শুরু করেন। সেই সময়ই দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বচসা থেকে



হাতাহাতি শুরু হয়। এসএফআই সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার অভিযোগও উঠেছে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ ছাত্রের দাদা মুস্তাফির আলমের অভিযোগ, এবিভিপি-র সমর্থকরা আমার ভাইকে মারধর করেছে এবং আটকে রেখেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। অন্যদিকে, সংঘর্ষে আহত এক এবিভিপি সমর্থকের দাবি, এসএফআই পরিকল্পিতভাবে বহিরাগতদের নিয়ে

এসে তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক দীপ দত্ত বলেন, রাজনৈতিকভাবে এসএফআই-এর কোনও মাটি নেই। তাই নিজেদের প্রচারের আলোয় আনতেই তাদের এই অপচেষ্টা। এবিভিপি-কে এভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের দুজন নিরস্ত্র কার্যকর্তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট ভেঙে হামলা চালায় এসএফআই সমর্থকরা। তারপরেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবিভিপি যদিও অভিযোগ উড়িয়ে এসএফআই শহর কমিটির সদস্য বিবেক বর্মন বলেন, কোনও বহিরাগত এই ঘটনায় জড়িত নয়। অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের সমর্থকরাই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং উভয় পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

ভর্তি চলছে

PCI Code : PCI-10903

ভবিষ্যৎ গড়ার সঠিক দিশা

আপনার পছন্দসই কোর্সে

D.Pharm (PCI স্বীকৃত ও WBSMF অনুমোদিত)

Chakda, P.O-Katna Via-20 Mile, P.S. Gazole, Dist. Malda, PIN-732124 (W.B.)

Mob : 9475647033

Email: secretarygcd@gmail.com

GAZOLE COLLEGE OF EDUCATION

College Road (via 20 Mile), P.O. - Katna, Gazole, Malda- 732124, West Bengal, India

আসন বুকিং চলছে

B.Ed & D.El.Ed

Mob: 9475647033

MANGO VALLEY PHARMACY COLLEGE & RESEARCH

Approved by PCI - 9691

ভর্তি চলছে

“ ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসী ” (D.Pharm)

VILL & POST- Saiyedpur, Via Jalalpur, PS- Kaliachak Dist. Malda, PIN-732206, W.B

9475647033



৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

বাংলা

নয়া জামানা

দেড় মাসের সংসার, তারপরই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু



নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি : দেড় মাস আগে সম্পর্কের জেরে নতুন করে সংসার শুরু। আর সেই সংসার শুরুর মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু। ভোরবেলা বাড়ি থেকে ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বানারহাটের পশ্চিম দুরামারি এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। বানারহাট থানার আইসি সুরঞ্জ খাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে ঠিক কী কারণে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। মৃত গৃহবধূর নাম প্রার্থনা মণ্ডল। স্থানীয়দের কথায়, তাঁর বয়স ৫০ বছরের ওপরে। কারও কারও মতে তাঁর বয়স প্রায় ৫৮ বছর। প্রার্থনা মণ্ডলের ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গে দেড় মাস আগে সংসার শুরু করা যুবকের নাম দীপক মল্লিক। তাঁর বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দেড় মাস আগে ঢেংকালী বাজার এলাকায় প্রার্থনা মণ্ডল ও দীপক মল্লিককে ঘিরে একটি ঘটনা ঘটে। দুজনের মধ্যে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি। তাঁদের আপত্তিকর অবস্থায় এলাকাবাসী ধরে ফেলেছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে এলাকায় হইচই শুরু হয়। স্থানীয় মানুষজন দুজনকে ধরে পুলিশের কাছে নিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে। সেখানে দুজনেই একসঙ্গে সংসার করার কথা জানান বলে স্থানীয়দের দাবি। এরপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে প্রার্থনা মণ্ডল ও দীপক মল্লিক পশ্চিম দুরামারি এলাকায় এসে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। দেড় মাস ধরে তাঁদের সংসার চলছিল

বলে স্থানীয়দের দাবি। তবে তাঁদের বিয়ে আইনিভাবে নথিভুক্ত হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য সামনে আসেনি। দীপকের বৌদি স্বপ্না মল্লিক জানান, প্রার্থনা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। তিনি নিজেও ওই বিয়ে চোখে দেখেননি। পাড়ার লোকজন মিলে ওই মহিলাকে দীপকের সঙ্গে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন এমনটাই তিনি শুনেছেন বলে জানান। স্বপ্না মল্লিক আরও বলেন, দীপকের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের প্রায় সাত-আট বছর ধরে কোনও কথাবার্তা নেই। দীপক নিজের মতো থাকতেন, তাঁরও নিজের মতো থাকতেন। তাই রাতে দীপকের ঘরে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতে পারেননি বলে দাবি করেন তিনি। তবে ঘটনার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। স্বপ্না মল্লিক জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখে ন তাঁর স্বামীর মোবাইলে পরিবারের লোকজন ফোন করছেন। ফোনে তাঁদের জানানো হয়, দীপকের ঘরে কোনও ঝামেলা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু অধিকারী জানান, রাত প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটে দীপক মল্লিকের বড়দিদি শিলিগুড়ি থেকে তাকে ফোন করেছিলেন। ফোনে তিনি নাকি জানান, দীপক ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বাড়িতে ঝামেলা হয়েছে। এরপর তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে বলা হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা বরুণ সরকার জানান, সকালে তিনি খবর পান যে এক মহিলা মারা গিয়েছেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি শুনেছেন, ওই মহিলা গলায় ফাঁস দিয়েছেন বলে কেউ কেউ বলছেন। তবে তিনি নিজে ঘটনাটি চোখে দেখেননি। তাই মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাননি তিনি। অন্যদিকে, স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রার্থনা মণ্ডলের মৃত্যুর সময় যুবক দীপক মল্লিক বাড়িতেই ছিলেন। তবে ঘটনার পর থেকেই তিনি আর

বাড়িতে নেই বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে তিনি পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয়দের দাবি। কোথায় গিয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার সময় বাড়িতে ঠিক কী হয়েছিল, প্রার্থনা মণ্ডলের সঙ্গে দীপকের কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না এবং মৃত্যুর পর তিনি কেন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন এসব প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। তবে দীপকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে এখনও জানা যায়নি। তাঁর বক্তব্যও এই মুহূর্তে পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ভোরে প্রার্থনা মণ্ডলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় লোকজন জড়ো হতে শুরু করেন। খবর যায় বানারহাট থানায়। এরপর বানারহাট থানার আইসি সুরঞ্জ খাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে বাড়িতে কী ঘটেছিল, রাতে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না, প্রার্থনা মণ্ডলের সঙ্গে কারও কথাকাটাটি হয়েছিল কি না; এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নানা কথা উঠলেও এখনই মৃত্যুর কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। কেউ পারিবারিক অশান্তির কথা বলছেন, কেউ আবার দেড় মাস আগের সম্পর্কের ঘটনাকে সামনে আনছেন। আবার কেউ গলায় ফাঁস দেওয়ার কথাও বলছেন। কিন্তু এসবের কোনওটাই এখনও পুলিশি তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই প্রার্থনা মণ্ডলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তার আগে ঘটনাটিকে খুন, আত্মহত্যা বা অন্য কোনও কারণ বলে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

কৃষকদের দাবি ঘিরে একাধিক হুঁশিয়ারি বিজেপি কিষাণ মোর্চার

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুরঃ শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় বিজেপির কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক সাংগঠনিক কর্মসভা। সভা থেকেই কৃষকদের বিভিন্ন পাওনা ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলে একাধিক বিক্ষোভের মন্তব্য করেন বিজেপি নেতৃত্ব। কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পুজোর পর সুজালীর প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুর সাত্তারের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণাও করেন কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে আব্দুর সাত্তারকে ঘিরে আক্রমণের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, সুজালী অঞ্চলের বর্তমানে ইনচার্জের দায়িত্বে থাকা প্রধান লতিফুল কে রহমানকে



অঞ্চলেই আটকে রাখার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জীবেশ বাড়ুই। কিষাণ মোর্চার এই কর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি, ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জীবেশ বাড়ুই, মণ্ডলের সহ-সভাপতি দেবু দাস, কিষাণ মোর্চার সভাপতি-সহ দলের

একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক। কৃষকদের বিভিন্ন দাবি, অভিযোগ এবং রাজনৈতিক হুঁশিয়ারিকে ঘিরে এই কর্মসভাকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণপুরের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সভা থেকে বিজেপি নেতৃত্ব ঠিক কী বার্তা দিলেন, শুনে নেওয়া যাক তাঁদের বক্তব্য।

শিশুশ্রম রুখতে অ্যাকশনে প্রশাসন, ময়নাগুড়িতে বিশেষ অভিযান

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ি পুরসভা এলাকার বিভিন্ন দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালাল জেলা শ্রম দফতর। শ্রম দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরা। এদিন শহরের গ্যাসের ডিস্ট্রিবিউটর, মিস্ট্রির দোকান, প্রসাধনী সামগ্রী ও গিফট আইটেমের দোকান-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করেন শ্রম দফতরের আধিকারিকরা। কোনও প্রতিষ্ঠানে নাবালক শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে কি না, কর্মচারীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছেন কি না এবং তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া হচ্ছে কি না; সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। অভিযান চলাকালীন কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত নথি ও বিভিন্ন রেজিস্টারও পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট দফতরের



ন্যূনতম মজুরি ইন্সপেক্টর সুদীপ রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, পরিদর্শনের সময় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে বেতন সংক্রান্ত নথিপত্র এবং রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণে অসঙ্গতি নজরে আসে। অভিযোগের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের অফিসেও পরিদর্শন করা হয়। সেখানেও কিছু কাগজপত্রে

অসঙ্গতি নজরে এসেছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট দফতরের ইন্সপেক্টর। শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মচারীদের অধিকার ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং নাবালক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ রাখার বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে শ্রম দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগুড়ির বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চলে।

শিশুবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার ২ বাংলাদেশী

নয়া জামানা, দার্জিলিং : জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশী সহ মোট তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সেইসঙ্গে তাদের হেপাজত থেকে মিলল জাল আধার কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেটের ফর্ম ও ল্যাপটপ সহ একাধিক নথি। সুকুনা সেনা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ আঠারোখাই অঞ্চলের শিশুবাড়িতে একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে রিপন রায় নামে এক ব্যক্তি ১০-১২ বছর ধরে এই কারবার চালাচ্ছিলেন বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। যদিও পুলিশি অভিযানের আগেই



পালিয়ে যায় মূল অভিযুক্ত রিপন। তবে ঘটনাস্থল থেকেই দুই বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন রিপনের বাড়ি থেকে পুলিশ আটটি আধার কার্ড, ১২টি নথি সহ ফর্ম, ২২টি কাস্ট সার্টিফিকেটের ফর্ম, দুটি ল্যাপটপ, একটি মোবাইল ও একটি প্রিন্টার উদ্ধার করেছে। উল্লেখ্য, মূল

অভিযুক্ত রিপনের এসআইআর তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এই ঘটনা থেকে পুলিশের অনুমান হয়তোবা রিপনের বাংলাদেশীদের সাথে সরাসরি একটা যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

NAME CHANGE

I, Parul Sarkar, W/O- Kishor Kumar Sarkar, R/O- Nandalalpur, Katna, Gazole, Malda, 732124, WB, have changed my name to Dhulo Sarkar for future purpose.

সুইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সীতারামনের বৈঠক

ভারত এবং সুইজারল্যান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের পাশাপাশি মূলত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি বা বাইল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটি (বিআইটি)-র আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের তরফে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানানো হয়েছে, এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো বিআইটি আলোচনাকে ত্বরান্বিত করা, যা উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, এই দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি হলো এমন এক আন্তর্জাতিক আইনি রূপরেখা, যার মাধ্যমে দুই দেশের লগ্নিকারীদের পারস্পরিক ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে করা বিনিয়োগের সুরক্ষা এবং উৎসাহ প্রদান নিশ্চিত করা হয়।



ভারত এবং সুইজারল্যান্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সুইস প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিনের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের পাশাপাশি মূলত দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি বা বাইল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটি (বিআইটি)-র আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

২০৪৭-এর লক্ষ্যে মোদীর নতুন স্লোগান ‘উই উইল ডু ইট’

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী; একটানা ২৫ বছর জনপ্রতিনিধিত্বের ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করলেন নরেন্দ্র মোদী। বুধবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ‘বিকশিত ভারত সংকল্প সভা’ থেকে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার ডাক দিয়ে তিনি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন নতুন এক স্লোগান; ‘উই উইল ডু ইট’ (আমরা এটা করবই)। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর প্রথমবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার স্মৃতি রোমন্থন করে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ভারতের থমকে যাওয়ার কোনো কারণ নেই; একশো বছর আগে যেখানে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটিরও কম, আজ তা ১৪০ কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে। এই ১৪০ কোটি নাগরিক মিলেই ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ তিন অর্থনীতির দেশ, আন্তর্জাতিক ম্যানুফ্যাকচারিং হাব, মহাকাশ অভিযানের অগ্রদূত এবং অলিম্পিকের আয়োজক হওয়ার মতো স্বপ্নপূরণ করে উন্নত দেশ গড়ে তুলবে। নিজের এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ২৫ বছর আগে ৫০ বছর বয়সে আমি জঙ্গলের আদিবাসী এলাকায় সেবা করতাম এবং পাহাড়ে কাটাতাম। পরে বিজেপির সাংগঠনিক কাজের পথ বেঁচে নিই। আমার রাজনৈতিক রিপোর্ট কার্ডে



ছিল কেবল একজন সাংগঠনিক কর্মীর পরিচয়। নির্বাচনে জড়িত থাকলেও আমি নিজে কখনও ভোটে লড়িনি। কিন্তু তিনি যোগ করেন, নির্বাচনী রাজনীতিতে চমক দেখানোর বাসনা কোনোদিনই তাঁর ছিল না, বরং ছোটবেলা থেকে পাওয়া মূল্যবোধ তাঁকে শিখিয়েছে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে উঠে নির্দিষ্ট মিশনের জন্য বাঁচতে। তাঁর ওপর আস্থা রাখার জন্য দেশবাসীকে ঈশ্বরের সমতুল্য বলে প্রণাম জানিয়ে মোদী বলেন, দলের পরিশ্রমী কর্মীরাই তাঁর শক্তি এবং সমালোচকরা তাঁকে নিজের ভেতরে তাকিয়ে দেখার শিক্ষা দেন। ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করার মতো সাফল্য একসময় যা অবিশ্বাস্য ছিল, আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার পর তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন

যে চোখের সামনেই ভারতের রূপান্তর ঘটছে। ফ্লাইদুবাই বিমানের ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মাছারের বীরত্বের প্রশংসা করে তিনি উল্লেখ করেন, কো-পাইলটের ছুরিকাঘাত সত্ত্বেও তিনি যেভাবে বিমান রক্ষা করেছেন, তাতে আজ সারা বিশ্ব এক ভারতীয় পাইলটকে নিয়ে কথা বলছে; অদূর ভবিষ্যতে এক দিন এমনও আসবে যখন বিশ্ববাসী কথা বলবে ভারতে তৈরি বিমান নিয়ে। একই সঙ্গে ভোটের স্বার্থে সমাজকে বিভক্ত করার প্রবণতাকে দেশের বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ক্ষমতাব্যবহারে জলের অভাব হলে কি তা কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতের ওপর প্রভাব ফেলে? বিদ্যুৎ চলে গেলে কি অন্ধকার কেবল একটি সম্প্রদায়ের ওপর নামে? সমস্যা যখন সবার, সমাধানও হতে হবে সবার।

স্বাইড্যান্সের দখলে সিএনএন, এক ছাতার তলায় মার্কিন সম্প্রচারের দুই মহারথী

দীর্ঘ এক বছরের টানা পোড়েনের পর অবশেষে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির ৮,১০০ কোটি ডলারের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করল স্বাইড্যান্সের মালিকানাধীন প্যারামাউন্ট। মঙ্গলবার এই মেগা-যুক্তিকরণ (মার্জার) সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে হলিউডের গণ্ডি ছাড়িয়ে মার্কিন টেলিভিশন

সাংবাদিকতার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী; সিবিএস এবং সিএনএন এখন একই সংস্থার ছাতার তলায় চলে এল। চুক্তির ঠিক প্রাক্কালে স্বাইড্যান্স নিশ্চিত করেছে যে মার্ক থম্পসনই সিএনএন-এর প্রধান সম্পাদক ও সিইও পদে বহাল থাকছেন; অন্যদিকে সিবিএস-এর শীর্ষ পদে থাকছেন বারি ওয়েইস।

ছত্তীসগড় সফর স্থগিত জ্ঞানেশ কুমারের

অনিবার্য কারণ-এর কথা উল্লেখ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) শীর্ষ কর্মীদের দু’দিনের ছত্তীসগড় সফর আচমকাই স্থগিত করা হলো। মঙ্গলবার জারি করা এক সরকারি নির্দেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে



থাকা জ্ঞানেশ কুমার এবং তাঁর সহকর্মী শীর্ষ আধিকারিকদের দিল্লি থেকে উড়ে গিয়ে ৭ এবং ৮ অক্টোবর এই সফরে অংশ নেওয়ার কথা ছিল।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ‘ব্রাহ্মস্পর্শের’ সতর্কবার্তা আইএমএফ-এর

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র বাড়বাড়ন্ত, পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেন যুদ্ধের আঘাত; এই ‘ব্রাহ্মস্পর্শ’ বিশ্ব অর্থনীতি যখন টালমাটাল, তখন ধনী এবং দরিদ্র সব দেশকেই দ্রুত ঋণ হ্রাস ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়ার কড়া বার্তা দিলেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান। আগামী সপ্তাহে ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের শরৎকালীন বৈঠকের আগে বুধবার সিঙ্গাপুরে দেওয়া এক ভাষণে আইএমএফ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা স্পষ্ট জানান, বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন অত্যন্ত কঠিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রাঙ্গামী সপ্তাহে বিশ্বের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদের প্রতি আমার বার্তা হবে একটাই জরুরি নীতিগত পদক্ষেপ নিতে আমরা আর দেরি করতে পারি না; আপনাদের হাতে উপায় রয়েছে, এখন তা প্রয়োগ করার প্রজ্ঞা দেখাতে হবে। বিশ্ব ব্যাংকের ওই সম্মেলনে ১৯১টি সদস্য দেশের অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন। জর্জিয়েভা উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউক্রেনের সংঘাত বৈশ্বিক কল্যাণে সবচেয়ে বড় আঘাত হানলেও মাত্রাতিরিক্ত ঋণের বোঝা আমেরিকা, জাপান

এবং জার্মানির মতো ধনী দেশগুলির পাশাপাশি নিম্ন আয়ের দেশগুলির কাঁধেও চেপে বসেছে; চড়া সুদের হারের এই সময়ে গরিব দেশগুলিকে জনকল্যাণ খাতে ব্যয় বনাম চড়া ঋণ পরিশোধের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি এআই ডেটা সেন্টারের দ্রুত সম্প্রসারণকে বড় ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এই এআই জোয়ারের কারণে বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছালেও এবং ইরান যুদ্ধের জেরে জ্বালানির চড়া দাম সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধি ধরে রাখলেও, এআই খাতে বিনিয়োগ অতীতকালের রেলপথ, বিদ্যুৎ গ্রিড বা টেলিকম নেটওয়ার্ক তৈরির সামগ্রিক ব্যয়কেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। জর্জিয়েভার কথায়, ভালোবাসুন, ঘৃণা করুন কিংবা ভয় পান; এআই বাস্তব এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে দেশগুলির তুলনামূলক ভাগ্য নির্ধারণের অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। কিন্তু তবে বিপুল বিনিয়োগ এবং এআই থেকে মুনাফা পাওয়ার সময়ের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান রয়েছে বলে তিনি সতর্ক করে জানান, যদি কর্পোরেট আয় প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়, তবে হাইপারস্কেলারদের নেওয়া ধারণা এবং মার্কিন শেয়ারে বিপুল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এই হতাশাকে এক সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ধাক্কা পরিণত করতে পারে।



৭ অক্টোবর ১১ ২০২৬

মাঠের লড়াই

নয়া জামানা

গম্ভীরের মুখে মনমোহন সিংয়ের বুলি!

ভারতীয় ক্রিকেটে শেষ হল অজিত আগরকার-অধ্যায়। জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৪ অক্টোবর। তার তিন দিনের মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের মুখে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বুলি! যা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। ব্যাপারটা কী? গম্ভীর লিখেছেন, ‘ইতিহাস আপনার প্রতি আরও সদয় হবে। গম্ভীরের এই একটি বাক্যই অনেক বেশি অর্থবহ। আগরকারের সময়ে একের পর এক সাফল্য এলেও তাঁকে নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। সেই কারণেই কি ভবিষ্যতে তাঁর কাজকে অন্য ভাবে মূল্যায়ন করবে ক্রিকেটমহল? গম্ভীরের মন্তব্যের পর সেই প্রশ্নই উঠেছে। আগরকারকে ‘অজিত ভাই’ বলে সম্বোধন করে গম্ভীর লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করা ছিল সম্মানের। তাঁর নেতৃত্বে তিনটি আইসিসি ট্রফি জয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। দলের স্বার্থ এবং দলকে এগিয়ে রাখাই যে ছিল আগরকারের মূল নীতি, সেকথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন তিনি। শেষে আগরকারের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গম্ভীর। তারপরেই তাঁর মন্তব্য, ‘ইতিহাস আপনার প্রতি আরও সদয় হবে।’ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে গুণ্ডা নানা অভিযোগ এবং ব্যক্তিগত সমালোচনা নিয়ে কথা বলেছিলেন। সেই সময় তীব্র সমালোচনার মুখেও তিনি বলেছিলেন, ‘সংবাদমাধ্যম আমার প্রতি যতটা নির্দয় ছিল, ইতিহাস আমার প্রতি তার থেকেও বেশি সদয় থাকবে। দাঁড়াই প্রাণের পর ১২ আগের সেই মন্তব্যই আবার নতুন



করে আলোচনায় এসেছে গম্ভীরের মন্তব্য। কিন্তু কেন এই মন্তব্য? উত্তর খুঁজতে ফিরে তাকাতে হয় আগরকারের তিন বছরের বেশি সময়ের নির্বাচক-জীবনের দিকে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন আগরকার। তাঁর সময়ে ভারত ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। পাশাপাশি ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও রানাস হয়েছিল

ভারত। এশিয়া কাপ এবং এশিয়ান গেমসেও এসেছে সাফল্য। ফলে ফলাফলের বিচারে আগরকার যথেষ্ট সফল। তবে সাফল্যের পাশেই ছিল বিতর্ক। বিশেষ করে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির টেস্ট অবসর এবং পরবর্তী দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। রোহিতের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছিল জল্পনা। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, ধীরে ধীরে হিটম্যানকে নাকি ওয়ানডে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভাবনা

ছিল। একই সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়ালকে ওপেনিংয়ে আরও সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বলেও জল্পনা রয়েছে। সমস্যার সূত্রপাত ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই। আগরকার চেয়েছিলেন, ওয়ানডে দলে রোহিত শর্মাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে। নির্বাচকমণ্ডলীর বাকি সদস্যরাও সেই সিদ্ধান্তে সন্মত ছিলেন বলে জানা যায়। রোহিতকে সিদ্ধান্তের কথা জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রজ্ঞান ওঝাকে। তবে

বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী রোহিত নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরে বোর্ডের এক কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিজের অসন্তোষের কথা জানান। এর পরেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। বোর্ড সচিব সাইকিয়া রোহিতের পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করেন। লর্ডস ম্যাচের আগে রোহিতের অবসরের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেন তিনি। এমনকী তিনি বিশ্বকাপ খেলবেন বলেই জানান তিনি। সেই মন্তব্যে আগরকার ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে খবর। এই আবহেই গম্ভীরের বিদায়ীবার্তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অবশ্য সরাসরি কোনও বিতর্কের কথা বলেননি।

বরং সাফল্যকে সামনে রেখে মনে করিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচকদের কাজের মূল্যায়ন সব সময় তাৎক্ষণিক ভাবে হয় না। নেটপাড়ায় আলোচনা চলছে, ক্রিকেটে নির্বাচকদের ভূমিকার এই জায়গাটাই সবচেয়ে কঠিন। দল সাফল্য পেলে কৃতিত্বের বড় অংশ যায় ক্রিকেটারদের কাছে। কিন্তু দল নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নির্বাচকদের। আগরকারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যাই হোক, বিসিসিআইও আগরকারকে ‘সার্টিফিকেট’ দিয়েছে। বোর্ডের বার্তায় বলা হয়েছে, ‘আপনার মেয়াদকালে ভারত তিনটি আইসিসি ট্রফি, দু’টি এশিয়া কাপ এবং পরপর দু’টি এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছে। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালেও উঠেছে ভারত। জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আপনার দায়িত্ববোধ, অবদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আগামী দিনের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।’

সব ফরম্যাটের নেতৃত্ব ছাড়লেন হরমনপ্রীত কৌর

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন হরমনপ্রীত কৌর। সব ধরনের ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকেই ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আনেন তারকা অলরাউন্ডার। তাঁর এই পদত্যাগের মধ্য দিয়ে মহিলা দলের নেতৃত্বে স্মৃতি মন্ধানার দায়িত্ব নেওয়ার পথ কার্যত প্রশস্ত হলো। জানা গেছে, সম্প্রতি গুয়াহাটিতে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার নেতৃত্বে বোর্ডের এক বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হরমনপ্রীত কৌর, সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা এবং প্রধান কোচ অমল মজুমদার। সেই বৈঠকের পরই অধিনায়কত্ব ছাড়ার চূড়ান্ত ঘোষণা করেন হরমনপ্রীত। ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ এক বার্তায় হরমনপ্রীত জানান, সিদ্ধান্তটি নেওয়া সহজ ছিল না। তিনি লেখেন



‘ক্ষম আজ আমি সব ফরম্যাটে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও সহজ ছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে জমা স্মৃতি, আবেগ আর আত্মত্যাগ। এই দল এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য আমি আমার রক্ত, ঘাম, সময় সব উজাড় করে দিয়েছি। তিনি আরও যোগ করেন, ‘ক্ষম অধিনায়ক হিসেবে আমাকে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। হয়তো সব সিদ্ধান্ত সবাই সবসময় বুঝতে পারেনি, কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তে মন পেছনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল দলের উন্নতি করা। অধিনায়কত্ব শেষ হলেও খেলার প্রতি আমার ভালোবাসা শেষ হবে না। এবার শুধু খেলার আনন্দের জন্যই মাঠে নামব।’

২০১৬ সালে প্রথমবার স্থায়ীভাবে দলের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। তাঁর নেতৃত্বে ভারত ঐতিহাসিক বহু সাফল্যের সাক্ষী থেকেছে, যার মধ্যে রয়েছে এশিয়ান গেমসে সোনা জয় এবং আইসিসি মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের সাফল্য। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর অধিনায়কত্ব ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে ক্রিকেট মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ব্যাটার হিসেবে তাঁর অফ-ফর্ম এবং চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দল পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ায় চাপ বাড়ছিল। ডায়ানা এডুলজির মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও নেতৃত্বের ব্যাটন স্মৃতি মন্ধানার হাতে তুলে দেওয়ার সুওয়াল করেছিলেন। নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর হরমনপ্রীত কেবল একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে নিজের স্বাভাবিক পারফরম্যান্স বোঝাতে পারেন, কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তে আত্মসমীক্ষা খেলায় মনোযোগ দিতে পারবেন বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি শুধুই একজন সিনিয়র ব্যাটার হিসেবে খেলা চালিয়ে যাবেন।

সম্মতি দিয়েও ব্রাত্য সূর্য

লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার সবুজ সংকেত দিয়েও মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি দলে জায়গা পেলেন না তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে মরশুমের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য ঘোষিত ষোলো জনের দলে তাঁর নাম না থাকায় ক্রিকেট মহলে তীব্র গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা নিজ উদ্যোগে সূর্যকুমারের কাছে তাঁর খেলার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল এবং তিনিও মাঠে নামতে রাজি হয়েছিলেন। অথচ দল ঘোষণার পর দেখা যায়, জাতীয় দলের হয়ে সাদা বলের প্রাক্তন অধিনায়ককে দলের বাইরেই রাখা হয়েছে। প্রধান নির্বাচক রাজেশ পাওয়ারের সাফাই, দেড় বছর ধরে লাল বলের ম্যাচ না খেলার কারণেই অভিজ্ঞ ব্যাটারকে ম্যাচ অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া হয়েছে। রাজেশ পাওয়ার বলেন, ‘ক্ষম সূর্যকুমার অত্যন্ত বড় মাপের খেলোয়াড়; তবে শেষ দেড় বছর তিনি কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেননি, কিছু ম্যাচ খেলে প্রস্তুতি সেরে নিলেই তিনি নিশ্চিতভাবে দলে ফিরতে পারবেন।’ ক্ষম সিদ্ধেশ লাডের নেতৃত্বে মাঠে নামতে চলা মুম্বই দলে এবার সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে অনূর্ধ্ব-২১ বিশ্বকাপজয়ী সিনিয়র ব্যাটার হিসেবে খেলা চালিয়ে যাবেন।



লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার সবুজ সংকেত দিয়েও মুম্বইয়ের রঞ্জি ট্রফি দলে জায়গা পেলেন না তারকা ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে মরশুমের উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য ঘোষিত ষোলো জনের দলে তাঁর নাম না থাকায় ক্রিকেট মহলে তীব্র গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা নিজ উদ্যোগে সূর্যকুমারের কাছে তাঁর খেলার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল এবং তিনিও মাঠে নামতে রাজি হয়েছিলেন।

যশস্বী জয়সওয়ালও। জাতীয় করতে চেয়েছিলেন ছত্রিশ বছর টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব হারানোর পর ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটকেই নিজের ফর্ম ফিরে পাওয়ার মঞ্চ

বয়সি তারকা, কিন্তু বোর্ডের এই নাটকীয় সিদ্ধান্তে সেই প্রত্যাশায় আপাতত জল ঢালা হল।